[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করা হয়।
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন শেনী পেশার মানুষ । দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক,মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন,
সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামান, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানান,মেহেরপুর – কুষ্টিয়ার প্রায় ৪৫ কিলোমিটার সড়ক প্রসস্তকরন কাজ শুরু করেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগ। মেহেরপুর অঞ্চল এবং কুস্টিয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সে লক্ষে ২০২৩ সালের শেষের দিকে সড়ক বিভাগ সড়কের দুই দিকের বড়বড় শতবৎসরের গাছ কেটে সড়কের দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায় সড়ক বিভাগ। সে সময় সড়কে অবস্থিত জেলার প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি অপসারণ করা হয়। অপসারনের হাত থেকে রক্ষা পাইনি মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানের প্রাচীরও। এখানে রাস্তা প্রসস্তকরনে জনগনের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে একক ভাবে ব্যাক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী,মনগড়া ও দায়সারা কাজ শেষ করতে চাওয়ায় জনগন দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। বাসস্ট্যান্ডের এই যাত্রী ছাউনি অপসারন না করে সড়কের কাজ শেষ করা হলে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেও দাবী করেন বিক্ষোভকারীরা।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ ও মেহেরপুর

গাংনী উপজেলা ন্র্বিাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, আজ সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারণ মানুষ যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করেন। এসময় রাস্তায় গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে রাখে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত সকলের কথা শুনেছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি। এটি একক বিষয় নয়। সড়ক বিভাগ,জেলা পরিষদ জড়িত। ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলেচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ শান্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন,আমি বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করছেন এ বিষয়টি আমাকে ইউএনও জানিয়েছে। সকলকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে।

কোটচাঁদপুরের ভিক্ষুক মামুনের আত্নত্যাগ

নিজের ভিক্ষার টাকা, অন্য ভিক্ষুককের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন শারিরীক প্রতিবন্দী ভিক্ষুক মামুন হোসেন । বুধবার সকালে এ দৃশ্যটি দেখা যায় কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের এক চায়ের দোকানে।

জানা যায়, কয়েকদিনের গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে মানুষের কাজ কর্ম ব্যহত হচ্ছে। এরপরও আয় রোজগার করতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেকে।

এদের মধ্যে দেখা যায় দুই জন ভিক্ষুককে। এদের ১ জন বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন (৭০),আরেকজন শারিরীক প্রতিবন্দী মামুন হোসেন ।

মামুন বাসে ভিক্ষা করে,আর রাহেলা কোটচাঁদপুর শহরের দোকান আর বাসা বাড়িতে।

বুধবার সকাল ৯ টা। মামুন বসে আছেন কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের বাস কাউন্টারের পাশের চায়ের দোকানে। হঠাৎ ওখানে এসে পৌছাল বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন(৭০)।

তিনিও ভিক্ষা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও সকালে তিনি বাড়ি থেকে বের হন ভিক্ষার জন্য। তবে তাতে বাদ সাদেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তাঁর গায়ের কাপড়ের অধিকাংশ ছিল ভেজা। তিনিও বসলেন ভিক্ষুক মামুনের পাশে। এর কিছুক্ষন পর আলাপ চারিতা করতে দেখা যায় ওই দুই জনের মধ্যে।

একপর্যায়ে মামুন তাঁর পকেট থেকে টাকা বের করে হাত বাড়িয়ে দেন রাহেলার দিকে। নিতে বলেন টাকা গুলো। রাহেলা টাকাটা হাতে নেন।

এ দিকে এ দৃশ্য দেখেন স্থানীয় অনেকে। হতবাক হন মামুনের এ আত্মত্যাগ দেখে। মামুন কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে মামুন দ্বিতীয় ছেলে। মামুন বলেন,জন্ম থেকে আমি প্রতিবন্দী ছিলাম না। ছোট বেলায় পোলিও হওয়ায় আমি প্রতিবন্দী হয়েছি। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষা বৃক্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। এ ছাড়া সরকার থেকে প্রতিবন্দী ভাতাও পেয়ে থাকি,তবে সেটা আমার পিতা নিয়ে খরচ করেন। চাইতে গেলে গোলযোগ করেন আমার সঙ্গে। এ কারনে ভিক্ষার টাকা নিয়ে গিয়ে আমি বাক্সে রাখি।

তিনি বলেন,প্রতিনিয়ত আমি বাসে ভিক্ষা করি। এতে আমার আয় রোজগার খারাপ হয় না। এ কারনে মায়ের বয়সের বৃদ্ধাকে ভিজা অবস্থায় দেখে আমার কস্টো লেগেছিলা।

তিনি আমাকে বলেছিল বৃষ্টির কারনে আজ কোন ভিক্ষা হয়নি। এ কারনে আমার ভিক্ষা করা কিছু টাকা তাকে দিয়েছি। মামুন বলেন,আমি প্রতিবন্দী হলেও বাসে গেলেই ভিক্ষা পাচ্ছি। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় ওনি তো কোথায় যেতে পারছে না। তাই কিছুটা দিয়ে সহায়তা করলাম।

জানা গেছে,ইতোমধ্যে মামুন বিয়ে করেছেন। সংসার জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

এদিকে খোজ নিয়ে জানা গেছে, রাহেলা খাতুন কোটচাঁদপুর উপজেলার মুরুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর হল স্বামী মারা গেছেন। রেখে গেছেন দুইটি সন্তান। যার একটি মেয়ে। আরেকটি ছেলে। এদের দুই জনই প্রতিবন্দী বলে নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন। তিনি বলেন,রাহেলার শুধু মাত্র ভিটে মাটি আছে। আর দুটি সন্তানই তাঁর প্রতিবন্দী। তবে তারা সরকারি ভাতার আওতায় রয়েছেন। আর বাকিটা জোগাড় হয় তাঁর ভিক্ষার টাকায়।